গাংনীতে মাধ্যমিকে কমেছে ২,৬৭০ শিক্ষার্থী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়লেও কমেছে মাধ্যমিক পর্যায়ে। গত বছরের তুলনায় চলতি বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী বেড়েছে ৬৫২ জন। অন্যদিকে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী কমেছে ২ হাজার ৬৭০ জন। শিক্ষার্থীদের আবারও বিদ্যালয়মুখী করতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা। অপরদিকে, শিক্ষকদের আন্তরিকতা, দায়িত্ববোধ ও পাঠদান পদ্ধতির উন্নতির পাশাপাশি স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০২৫ সালে গাংনী উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মোট শিক্ষার্থী ছিল ২৮ হাজার ৮২০ জন। ২০২৬ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৬ হাজার ১৫০ জনে। অর্থাৎ, এক বছরের ব্যবধানে শিক্ষার্থী কমেছে ২ হাজার ৬৭০ জন। উপজেলায় মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা রয়েছে ৭৪টি।

অন্যদিকে, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ২০২৫ সালে উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ছিল ১৯ হাজার ৭২৫ জন। ২০২৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০ হাজার ৩৭৭ জনে। অর্থাৎ, এক বছরে শিক্ষার্থী বেড়েছে ৬৫২ জন। উপজেলায় মোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ১৬২টি।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, দিন দিন গ্রামের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। মাদকাসক্তি ও বাল্যবিবাহের মতো ঘটনা শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে বলে মনে করছেন তাঁরা। এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া না হলে আগামী প্রজন্ম শিক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও সচেতন হওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয়দের মতে, চলতি বছর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু হওয়ায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। এ

কার্যক্রম অব্যাহত থাকলে আগামী বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

আয়েশা খাতুন নামের এক অভিভাবক বলেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির অন্যতম কারণ স্কুল ফিডিং কার্যক্রম। এ উদ্যোগ আরও আগে নেওয়া হলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়ত। কার্যক্রমটি চালু থাকলে ২০২৭ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বাড়বে বলে আশা করছি। এ ছাড়া আগের তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মানও বেড়েছে।

রফিকুল ইসলাম নামের এক অভিভাবক বলেন, প্রতিটি বাবা-মায়ের উচিত নিজের সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখা। প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক অভিভাবক সন্তানকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে অপেক্ষা করেন। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে ওঠার পর অনেকেই সন্তানের পড়ালেখার বিষয়ে তেমন খোঁজখবর রাখেন না। এতে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে পড়ালেখা থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ আশপাশের দোকানে গিয়ে বিড়ি-সিগারেট সেবন করে। একপর্যায়ে তারা মাদকাসক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে।

আশরাফুল আলম নামের এক অভিভাবক বলেন, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে শিক্ষক ও অভিভাবক—উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকদের নজর রাখতে হবে। বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে সে কোথায় যাচ্ছে এবং কী করছে, সেদিকেও খেয়াল রাখা জরুরি। নজরদারির অভাবে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে শ্রেণিকক্ষ থেকে দূরে সরে যেতে পারে এবং খারাপ সঙ্গের কারণে মাদকাসক্ত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়তে পারে। এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

মো. বাবর আলী বলেন, মাঝেমধ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করা উচিত। বিদ্যালয়ে বিড়ি-সিগারেট আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে। কোনো শিক্ষক এ ধরনের কাজে জড়িত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষকদের ধূমপানের বিষয়টিও নজরদারির আওতায় আনতে হবে। শিক্ষক সচেতন না হলে শিক্ষার্থীরা ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে। সন্তান কার সঙ্গে মিশছে, কী করছে এবং কোথায় যাচ্ছে—এসব বিষয়ে অভিভাবকদেরও খোঁজ রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর শিক্ষার্থীর প্রতি দায়িত্ব শিক্ষকের, আর সন্তানের সার্বিক খোঁজখবর রাখা অভিভাবকের দায়িত্ব।

আরিফুল ইসলাম নামের এক সচেতন ব্যক্তি বলেন, বিদ্যালয়ের আশপাশের

পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কোনো শিক্ষার্থী ভুল পথে এগিয়ে যাক, তা তাঁরা কখনোই চান না।

ক্ষুন্ন হচ্ছে মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদাও

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তথ্য, বিনোদন, শিক্ষা কিংবা স্থানীয় নানা ঘটনা মুহূর্তেই মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে।

মেহেরপুরেও গত কয়েক বছরে ফেসবুক পেজ, গ্রুপ ও ব্যক্তিগত আইডিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কনটেন্ট তৈরির প্রবণতা বেড়েছে।

তবে ইতিবাচক কনটেন্টের পাশাপাশি কনটেন্ট তৈরির নামে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ ও রুচিহীন ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

মিম কিংবা বিনোদনের নামে তৈরি এসব ভিডিওর অনেকগুলোতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, স্থানীয় ঘটনা, কথাবার্তা ও বিভিন্ন সামাজিক বিষয়কে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করা হচ্ছে। কোথাও ব্যবহার করা হচ্ছে অশালীন ভাষা ও অঙ্গভঙ্গি। আবার কোনো কোনো ভিডিওতে নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত বিষয়কে হাস্যরসের উপকরণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার লক্ষ্যেই এসব কনটেন্টে চমকপ্রদ ও কুরুচিপূর্ণ উপাদান যুক্ত করা হচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

স্থানীয়ভাবে পরিচালিত বিভিন্ন মিম পেজ, ফেসবুক গ্রুপ ও কনটেন্টভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে চোখ রাখলে দেখা যায়, অল্প সময়ে বেশি দর্শক ও শেয়ার পাওয়ার প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে। একটি ভিডিও কিছুটা জনপ্রিয় হওয়ার পর একই ধরনের আরও ভিডিও তৈরি হচ্ছে। ফলে বিনোদনের নামে তৈরি কনটেন্টের ভাষা ও উপস্থাপনায় অশালীনতার ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এতে মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষার মান

মর্যাদাও ক্ষুন্ন হচ্ছে।

কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠছে ব্যক্তিগত বিষয়কে বিনোদনের উপকরণ বানানো নিয়ে। কারও কথা বলার ধরন, পোশাক, চলাফেরা, পারিবারিক বিষয় কিংবা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে মিম ও ভিডিও। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই তাঁর ছবি বা ভিডিও ব্যবহার করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের বিভিন্ন মিম পেজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও নিয়ে মিম তৈরি করে প্রকাশের অভিযোগও উঠেছে। সাদিয়া আফরিন জ্যামি নামে এক নারী অভিযোগ করে বলেন, কিছুদিন আগে তাঁর ফেসবুক আইডি থেকে ব্যক্তিগত কিছু ছবি ও ভিডিও নিয়ে ‘এক্সপোর্ট মেহেরপুর ২.০’ নামের একটি পেজে তাঁর ছবি ব্যবহার করে মিম তৈরি করে প্রকাশ করা হয়। এতে তাঁর মানহানি হয়েছে দাবি করে তিনি সাইবার সাপোর্ট সেন্টার, ডিবি, ডিএমপি, ঢাকায় ওই ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন বলে জানান।

এ ধরনের ঘটনায় ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও প্রকাশের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়ও প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে একজন ব্যক্তি সামাজিকভাবে বিব্রত হতে পারেন। বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও তরুণদের ছবি বা ভিডিও নিয়ে তৈরি কনটেন্ট দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে এর প্রভাব আরও বেশি হতে পারে।

অনেক ভিডিওতে স্থানীয় মানুষের কথাবার্তা বা কোনো ঘটনাকে এমনভাবে সম্পাদনা করে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা মূল ঘটনার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। কোনো বক্তব্যের একটি অংশ কেটে নিয়ে তার সঙ্গে অন্য শব্দ বা দৃশ্য যুক্ত করে তৈরি করা হচ্ছে নতুন ভিডিও। আবার কোথাও অভিনয়ের মাধ্যমে তৈরি করা হচ্ছে কথিত মজার দৃশ্য।

এসব ভিডিওর সঙ্গে বাস্তবতার পার্থক্য সবসময় স্পষ্ট থাকে না। ফলে দর্শকদের একটি অংশ এগুলোকে বাস্তব ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করার আশঙ্কাও থাকে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও কত দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছাবে, সেটি অনেকাংশেই নির্ভর করে দর্শকের আগ্রহের ওপর। আর এই আগ্রহ তৈরি করতে গিয়ে অনেক কনটেন্ট নির্মাতা স্বাভাবিক বিনোদনের পরিবর্তে চমক, বিতর্ক ও অশালীনতাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

মেহেরপুরের স্থানীয় ঘটনা, বাজার, রাস্তা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা

সামাজিক আয়োজনকে কেন্দ্র করে তৈরি ভিডিও খুব দ্রুত বিভিন্ন গ্রুপ ও ব্যক্তিগত আইডিতে ছড়িয়ে পড়ছে। এসব কনটেন্টের মধ্যে অনেকেই জেলার ভাষা, সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনযাপন তুলে ধরছেন। তবে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের অভিযোগও রয়েছে।

স্থানীয় কনটেন্ট নির্মাতা সোহাগ মিয়া বলেন, “বর্তমানে মেহেরপুরে অনেকে কনটেন্ট তৈরি করছেন। আমি চাই, তারা সবাই সুন্দর ও শালীনভাবে এই জেলাকে মানুষের সামনে তুলে ধরুক। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি থেকে নিজেদের বিরত রেখে নিজেদের একটি পরিচয় তৈরি করুন।”

কনটেন্ট ক্রিয়েটর এমপি রকি বলেন, “কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে কিছু বার্তা তুলে ধরি। এই বার্তাটা অবশ্যই শালীন হতে হবে। আমরা যদি আমাদের ভিডিওতে খারাপ কিছু তুলে ধরি, তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ভিউ হলেই কনটেন্ট ক্রিয়েটর হওয়া যায় না। যেকোনো ভিডিওতেই ভিউ হতে পারে, কিন্তু সেটা সমাজের জন্য এবং নিজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। যারা নেতিবাচক কনটেন্ট তৈরি করছেন, তাদের কাছে আমার অনুরোধ এমন ভিডিও বানান, যাতে সমাজের মানুষ কিছু শিখতে ও জানতে পারে।”

ট্রাভেল কনটেন্ট নির্মাতা রাগীব শাহরিয়ার বলেন, “সাম্প্রতিক সময়ে একটি বিষয় বেশি চোখে পড়ছে মেহেরপুর থেকে অনেক বেশি কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৈরি হচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ শুধু মেহেরপুরকেন্দ্রিক ভিডিও করেন। তাঁরা মেহেরপুরের সংস্কৃতি, ভাষা ও জীবনযাপন মানুষের মাঝে তুলে ধরেন। তবে এর মধ্যে একটি পক্ষ রয়েছে, যারা মেহেরপুরের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিকৃত করে পুরো বাংলাদেশে প্রচার করছেন। আমাদের মনে রাখা উচিত, সামান্য কিছু ভিউয়ের জন্য যদি আমাদের সংস্কৃতি ও ভাষাকে বিকৃত করি, তাহলে এর খারাপ প্রভাব দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকবে।”

প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে কনটেন্ট তৈরির পদ্ধতিও বদলেছে। মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ ও সম্পাদনার পাশাপাশি এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে ছবি ও ভিডিও পরিবর্তন করা সম্ভব। ফলে বাস্তবে ঘটেনি এমন দৃশ্যও বাস্তবের মতো উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে।

এ ধরনের প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার যেমন রয়েছে, তেমনি অপব্যবহারের ঝুঁকিও রয়েছে। কোনো ব্যক্তির ছবি বা ভিডিও অনুমতি ছাড়া পরিবর্তন করে অশালীনভাবে উপস্থাপন করা হলে তা সামাজিকভাবে

ক্ষতিকর হওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য হয়রানির কারণ হতে পারে।

মেহেরপুরের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের বড় একটি অংশ তরুণ। ফলে তাঁদের সামনে কী ধরনের কনটেন্ট যাচ্ছে, সেটি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। নিয়মিত অশালীন বা কুরুচিপূর্ণ ভিডিও সামনে আসতে থাকলে সেটিকে স্বাভাবিক বিনোদন হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা তৈরি হতে পারে।

বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশি সময় কাটায়। তাঁদের সামনে থাকা কনটেন্টের ভাষা, উপস্থাপনা ও বিষয়বস্তু সামাজিক আচরণ ও মূল্যবোধে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, সেটিও আলোচনার দাবি রাখে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মুহা. আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, “সোশ্যাল মিডিয়া বিনোদন ও শেখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এর গুরুত্ব আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

এক্ষেত্রে কনটেন্ট ক্রিয়েটররা অশ্লীল, মূল্যবোধবিরোধী এবং শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন কনটেন্ট তৈরি করছেন। এই কনটেন্ট তৈরির কারণে আমাদের নতুন প্রজন্মের যে ইতিবাচক পরিবর্তন দরকার ছিল, তা হচ্ছে না। একটি কনটেন্টে শুধু ভিউ, লাইক, কমেন্টই সবকিছু নয়। আপনার ভিডিওর মাধ্যমে যাতে স্থায়ী পরিবর্তন হয় এবং মানুষ সৃষ্টিশীল কাজে উদ্বুদ্ধ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার।”

ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার, কুরুচিপূর্ণ কনটেন্ট তৈরি এবং এআই দিয়ে ছবি পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আইনগত প্রশ্নও রয়েছে।

আইনজীবী আ.ন.ম. আল মামুন-অনল বলেন, “এ কয়দিন কুরুচিপূর্ণ পোস্ট ও এআই দিয়ে তৈরি ছবি এ ধরনের অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাইবার বুলিংয়ের ক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট বা পর্নোগ্রাফি আইনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দুই থেকে সাত বছর সাজা এবং সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা জরিমানার বিধান আইনে আছে। তবে সাইবার সিকিউরিটিতে মামলা করতে হলে বিভাগীয় জেলায় যেতে হয়। এ কারণে অনেকেই এ ধরনের মামলা করতে চান না। থানাতেও করা যায়, কিন্তু থানা সচরাচর এ ধরনের মামলা নিতে চায় না। যার কারণে মেহেরপুরে সাইবার

বুলিং বা সাইবার ক্রাইম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।”

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সন্তানরা কী ধরনের কনটেন্ট দেখছে, তা নিয়েও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। অশালীন বা কুরুচিপূর্ণ কনটেন্ট শিশু-কিশোরদের সামনে সহজেই পৌঁছে যাওয়ায় পরিবার থেকেও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন অভিভাবকরা।

অভিভাবক মনিরা বেগম বলেন, “সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সন্তানরা কী দেখছে, সেটি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। বিনোদনের নামে কুরুচিপূর্ণ বা অশালীন কনটেন্ট সামনে এলে তাদের ওপর এর কী ধরনের প্রভাব পড়ছে, তা নিয়ে অভিভাবকদের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।”

আরেক অভিভাবক রিতা খাতুন বলেন, “মোবাইল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন শিশু-কিশোরদের জীবনের অংশ। তাই কনটেন্ট নির্মাতাদেরও দায়িত্বশীল হওয়া দরকার। কারও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে হাসাহাসি বা কুরুচিপূর্ণ ভিডিও তৈরি না করে ইতিবাচক কনটেন্ট তৈরি করা উচিত।”

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কনটেন্ট তৈরি করা বর্তমানে অনেকের জন্য সৃজনশীলতা প্রকাশ ও আয়ের মাধ্যম। মেহেরপুরের অনেক তরুণ ও তরুণী তথ্যবহুল, শিক্ষামূলক, বিনোদনমূলক ও স্থানীয় নানা বিষয় নিয়ে ভালো কনটেন্ট তৈরি করছেন। ফলে কনটেন্ট তৈরি বা মিম সংস্কৃতিকে নেতিবাচকভাবে দেখার সুযোগ নেই।

তবে দর্শক টানতে গিয়ে অশ্লীলতা, ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে হাসাহাসি কিংবা কাউকে হেয় করার প্রবণতা কতটা গ্রহণযোগ্য। একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়া কিংবা বেশি ভিউ পাওয়া কোনো কনটেন্টের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা দেয় না।

সাধারণ মানুষের শঙ্কা ও উদ্বেগ দুর করতে হবে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঢেপা-পাঙ্গাসিপাড়ায় গভীর রাতে

গোয়ালঘরের তালা ভেঙে দুটি গরু চুরির ঘটনাটি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর এক গভীর উদ্বেগের ছায়া ফেলেছে। মেহেরপুর প্রতিদিনসহ কয়েকটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারা যায়, মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে এমনকি শহরেও চুরির উপদ্রব বেড়েছে।

এ চুরির ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও শঙ্কায় পড়েছেন। ফলে কেবল শহরাঞ্চলই নয়, অপেক্ষাকৃত শান্ত গ্রামীণ জনপদও এখন সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের সহজ লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছে।

একটি কৃষিপ্রধান দেশে, একটি গরু কোনো সাধারণ সম্পত্তি নয়। এটি কৃষকের বছরের পর বছর ধরে সঞ্চিত মূলধন, জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন এবং বহু পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ভিত্তি। ঢেপা- পাঙ্গাসিপাড়ের মতো একটি গ্রামে যখন একটি এইড়ে (ষাঁড়) ও একটি গাভিন জাতের গরু চুরি হয়ে যায়, তখন কেবল দুটি প্রাণী হারায় না, বরং একটি বা দুটি পরিবার আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।

এই কৃষকেরা প্রায়শই কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে বা ঋণ করে গরু কেনেন। গভীর রাতে সংঘটিত এই চুরির ঘটনা সেই কৃষকদের কেবল নিঃস্বই করে না, তাদের মনে এক ধরনের অসহায়তা ও নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। এই নিরাপত্তাহীনতা তাদের কৃষিকাজ থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এই ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। গভীর রাতে যখন সংঘবদ্ধ চোরের দল একটি গোয়ালঘরের তালা ভেঙে চুরি করে, তখন বুঝতে হবে যে এলাকায় টহল ব্যবস্থা দুর্বল এবং চোরদের মনে আইনের ভয় কমে আসছে। অপরাধীরা যখন দ্রুত ধরা পড়ে না বা চুরি যাওয়া সম্পদ উদ্ধার হয় না, তখন তা অন্য অপরাধীদের উৎসাহিত করে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি করে।

স্থানীয় প্রশাসনের উচিত, এই ধরনের স্পর্শকাতর অপরাধের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া এবং এগুলোর পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নিরাপত্তার এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শুধুমাত্র পুলিশি তৎপরতা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধ এবং গণ-সহযোগিতা। চুরি ডাকাতি রোধে প্রতিটি গ্রামে এখন সম্মিলিত উদ্যোগে রাত পাহারার (কমিউনিটি ওয়াচ) ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উচিত এই ধরনের উদ্যোগের নেতৃত্ব দেওয়া এবং প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সহযোগীতা প্রদান করা। এর পাশাপাশি, প্রশাসনকে চোর চক্রের মূল হোতাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। চুরি যাওয়া গরু উদ্ধারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো কিছুটা হলেও স্বস্তি পায় এবং জনমনে আস্থা ফিরে আসে।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে হলে কৃষকের সম্পদ সুরক্ষিত রাখা অপরিহার্য। গরু চুরির ঘটনাটি সমগ্র গ্রামীণ জনপদের জন্য একটি সতর্কবার্তা।

এই শঙ্কা ও উদ্বেগ দূর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সাধারণ নাগরিক—সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে গ্রামীণ জনপদে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে। কৃষকের চোখে শঙ্কা নয়, বরং তার পরিশ্রমে গড়া সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হোক রাষ্ট্রের মূল অঙ্গীকার।

গাংনীর ঢেপা-পাঙ্গাসিপাড়ায় দুইটি গরু চুরি, উদ্বেগ-শঙ্কায় গ্রামবাসী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঢেপা-পাঙ্গাসিপাড়ায় দুইটি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। গভীর রাতে একটি গোয়ালঘরের তালা ভেঙে এইড়ে ও গাভিন জাতের দুইটি গরু চুরি করেছে চোরের একটি সংঘবদ্ধ দল।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আগের মতো রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিতে হবে, এমন দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্র ও ভুক্তভোগী পরিবার জানায়, গতকাল সোমবার দিবাগত গভীর রাতে মানিক মিয়ার গোয়ালঘরের তালা ভেঙে দু’টি গরু নিয়ে যায়

দুর্বৃত্তরা। ভোরে মানিকের ছোট ছেলে গোয়ালে গিয়ে দেখতে পায় দরজা খোলা, আর ভেতরে গরু নেই। গোয়ালঘরে মোট তিনটি গরু ছিল। চোরেরা একটি ষাড় ও একটি গাভি গরু চুরি করে নিয়ে গেলেও বাছুরটিকে ফেলে গেছে। সকালে সবাই গিয়ে দেখে—বাছুরটি এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে ফাঁকা গোয়ালের দিকে।

গরুর মালিক মানিক হোসেন বলেন, রাত ১০টার দিকে পাড়া থেকে বাড়ি ফিরে গোয়াল পরিষ্কার করে গরু বেঁধে তালা লাগাই। সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। সকালবেলা ছেলে বলে—‘বাবা, গরু নেই’। তখন দেখি তালা ভাঙা। চুরি হওয়া দুই গরুর মধ্যে একটি ষাড় ছিলো, যার বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ টাকা, আর গাভি গরুটির মূল্য প্রায় ৭৫ হাজার টাকা বলে দাবি করেন তিনি।

মানিকের পরিবারের সদস্যরা জানান, যত্ন করে, কষ্ট করে গরুগুলো বড় করছিলাম। এভাবে যদি চুরি হয়, গরু পালবো কিভাবে? এ ধরনের বড় ধরনের ক্ষতি সামাল দেওয়া তাদের জন্য খুবই কঠিন।

এ ঘটনায় গ্রামের মানুষের মধ্যে চরম দুশ্চিন্তা দেখা গেছে। অনেকেই রাতের ঘুম হারাম করে পাহারার প্রসঙ্গ তুলেছেন। তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে ভয় ও ক্ষোভের চিত্র।

সেলিম হোসেন নামের এক গ্রামবাসী বলেন, এভাবে যদি চুরি হতে থাকে তাহলে কেউই নিরাপদ থাকবে না। আবার কি আগের মতো রাতে লাঠিসোটা নিয়ে গ্রামের সবাইকে পাহারা দিতে হবে?

শফিকুল ইসলাম নামের আর একজন বলেন, কয়েক বছর আগে চোরের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় পুরো গ্রাম পালা করে পাহারা দিতাম। এখন আবার সেই দিন ফিরে আসবে কিনা, এই চিন্তায় সবাই।

ঘটনার খবর পেয়ে সকালে গাংনী থানার এস আই শিমুল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তারা গোয়ালঘরের ভাঙা তালা, গরু রাখার স্থান ও আশপাশ ঘুরে দেখেন।

এস আই শিমুল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। আশেপাশের সিসি টিভি ফুটেজ দেখে চোর সনাক্তকরার চেষ্টা চালাচ্ছি। চুরি যাওয়া গরু উদ্ধার ও চোরদের আইনের আওতায় আনার জোর চেষ্টা চলছে।

ঝিনাইদহ-২ আসনে দলীয় মনোনয়ন হোল্ড থাকায় বিএনপি’র নেতাকর্মীরা উদ্বেগ উৎকন্ঠায়

ঝিনাইদহ -২(ঝিনাইদহ সদর-হরিণাকুণ্ডু) আসন ঘিরে বিএনপির নেতা কর্মীদের মাঝে উদ্বেগ উৎকন্ঠা বিরাজ করছে । আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসাবে ২৩৭ জনের নাম ঘোষনা করা হয়েছে।

৩ নভেম্বর বিকালে বিএনপির গুলশান কার্যালয় থেকে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। উক্ত তালিকায় ঝিনাইদহ-২ আসনে কারও নাম ঘোষণা কর হয়নি ফাঁকা রাখা হয়েছে। স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ সরকার পতনে যুগপৎ আন্দোলনে গণঅধিকার পরিষদের ভুমিকা ছিল অন্যন্য ।

সেই সূত্রে জোটের প্রার্থী হিসেবে নুরুল হক নুর এবং রাশেদ খাঁন আলোচনায় রয়েছে। জোটের স্বার্থ বিবেচনায় গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁনকে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে প্রার্থী করা হতে পারে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঝিনাইদহে নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে এবং বিএনপির নেতা কর্মীদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকন্ঠার জন্ম দিয়েছে। তারা মনে করেণ এ আসনটি যদি গণঅধিকার পরিষদকে ছাড় দেয়া হয় তাহলে ঝিনাইদহে বিএনপিতে নানা সংকট সৃষ্টি হতে পারে।

তৃণমূলের নেতাকর্মীদের দাবী, দীর্ঘ ১৭ বছর তারা বর্তমান জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ এম.এ মজিদের নেতৃত্বে আন্দোলন সংগ্রাম করে আসছেন। হামলা, মামলা ও জেল জুলুমের শিকার হয়েছেন। তিনি দলের নিবেদিত প্রাণ ও ত্যাগী নেতা। তাকে মনোনয়ন না দিলে তারা নির্বাচনী মাঠে থাকবে না। দলীয় মনোনয়নকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের কর্মীরা ইমেজ সংকটে পড়তে পারে। এতে লাভবান হতে পারে জামায়াত বা অন্য স্বতন্ত্র পার্থীরা। পক্ষান্তরে বিএনপির ঘাটি বলে পরিচিত এ আসনটি বিএনপির হাত ছাড়া হতে পারে বলে আশংকা করছেন তারা।

জেলা বিএনপির যুগ্মসাধারন সম্পাদক আসিফ ইকবাল মাখন বলেন, যুগপৎ

আন্দোলনে কেন্দ্রীয় ভাবে গণঅধিকার পরিষদের ভুমিকা থাকলেও ৫ আগষ্টের আগে ঝিনাইদহে তাদের কোন ভুমিকা ছিল না। এমনকি দলের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানের নাম ৫ আগষ্টের আগে ঝিনাইদহের মানুষ জানতো না। নির্বাচনী এলাকায় তার তেমন কোন পরিচিতি নেই।

জেলা বিএনপির একাধিক শীর্ষ নেতা বলেছেন, কেন্দ্রীয় ভাবে দল যদি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়ে এ আসনটি শরীক দলের ছেড়ে দেয় তাহলে আগামীতে দলীয় মিছিল মিটিং বা আন্দোলনে নেতা কর্মী খুঁজে পাওয়া যাবে না । সে ক্ষেত্রে দলীয় মনোনয়ন না পেলে দলের মধ্যে শৃংখলা ভঙ্গ হবে।

ঝিনাইদহ সদর-২ আসন হোল্ড করে রাখার বিষয়ে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান জানান, বিএনপির সাথে আমরা ২০২২ সাল থেকে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে একসাথে কাজ করেছি। সে ক্ষেত্রে সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। যুগপৎ আন্দোলনে যারা ছিল তাদের সাথে পজেটিভ ভাবে একসাথে ইলেকশন করার আলোচনা চলছে। এটা এখন পর্যন্ত চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। ঝিনাইদহ-২ আসনে কোন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি না হয় এর জন্য চিঠি দিয়েছিল। শুধু এই আসন হোল্ড করে রেখেছে এ রকমও না। যুগপৎ আন্দোলনের আরো যারা অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ আছে সেখানেও হোল্ড করে রেখেছে। এ বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা চলছে। চুড়ান্ত হলে জানাবো।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাডঃ এম,এ মজিদ বলেন, ১, ২ও ৪ দলীয় সিদ্ধান্তে প্রার্থী চুড়ান্ত। তবে রাজনৈতিক কৌশলগত কারণে ডিক্লেয়ার করা হয়নি । তিনি আরো বলেন, ঝিনাইদহ সদর-২ আসনটি দলীয় হেড কোয়ার্টার। এ আসনে বিএনপি দলীয় প্রার্থীকেই মনোনয়ন দেবে। এ আসনে অন্য কোন প্রার্থীকে মনোনয়ন দিলে বিএনপি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এঘটনায় তৃণমূল পর্যায় নেতাকর্মীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

আদিলুরের রায় নিয়ে ‘অপতৎপরতায়’

১৫৫ জন বিশিষ্ট নাগরিকের উদ্বেগ

অসত্য তথ্য প্রচারের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় বেসরকারি সংগঠন ‘অধিকার’ এর সম্পাদক আদিলুর রহমান খান ও পরিচালক এস এম নাসির উদ্দিনের দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিভিন্নমহল অপতৎপরতা চালাচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ১৫৫ জন বিশিষ্ট নাগরিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদ।

মঙ্গলবার (১৯ সেপ্টেম্বর) শিল্পী অধ্যাপক সৈয়দ আবুল বারক আলভী স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এই উদ্বেগের কথা জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, গত ২০১৩ সালের ৫ মে হেফাজতে ইসলামের ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে মতিঝিল, শাপলা চত্বর, পল্টন ও তার আশেপাশের এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। এসব ধ্বংসযজ্ঞ চলাকালে পুলিশের সাথে হেফাজতে ইসলামের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানবাধিকার সংগঠন ‘অধিকার’ ২০১৩ সালের ১০ মে ‘হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ-এর সমাবেশ ও মানবাধিকার’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদন তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। উক্ত প্রতিবেদনে একই ব্যক্তির নাম একাধিকবার লেখা, জীবিত ব্যক্তিকে মৃত ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা, অন্য ঘটনায় মৃত ব্যক্তিদের নাম এই তালিকায় সন্নিবেশ করাসহ কাল্পনিক ব্যক্তিদের নাম তালিকাভুক্ত করে ওয়েবসাইটে অতিরঞ্জিত ও অসত্য তথ্য প্রকাশ করে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সরকারের বিরুদ্ধে জনমনে ক্ষোভ সৃষ্টির মানসে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিক্ষুণ্ণ করার লক্ষ্যে অসত্য ও বিকৃত তথ্য প্রচারের অভিযোগ এনে একই বছর সংস্থাটির বিরুদ্ধে সাইবার ট্রাইবুনালে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে একটি মামলা রুজু করা হয়। দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে গত ১৪ সেপ্টেম্বর অধিকারের সম্পাদক আদিলুর রহমান খান ও পরিচালক এ এস এম নাসির উদ্দিনকে দুই বছর কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে আদালত রায় প্রদান করেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, রায়ে কোনও পক্ষ সংক্ষুব্ধ হলে উচ্চ আদালতে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তা সত্ত্বেও একটি মহল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করেছে। আমরা মত প্রকাশের অধিকারকে

ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাছার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রক্টর ড. মোঃ আমজাদ আলী, অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম (রফিক শাহরিয়ার), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামূল হক ভূঁইয়া, সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, অধ্যাপক ড. আব্দুল বাছির, অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস ছামাদ, অধ্যাপক ড. সীমা জামান অধ্যপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মঈন, অধ্যাপক ড. মো: জিয়া রহমান, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ অহিদুজ্জামান, অধ্যাপক ড. এ জে এম শফিউল আলম ভূঁইয়া, অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল, ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, ড. মো. আবদুর রহিম, ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ, অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম, ড. মোঃ রহমত উল্লাহ, ড. মোঃ আকরাম হোসেন, সাবেক প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী।

বিবৃতিতে আরও স্বাক্ষর করেছেন- কুষ্টিয়া ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোঃ আফজাল হোসেন, ড. ফিরোজ আহমেদ, অধ্যাপক ড. আবু সারা শামসুর রউফ, ড. মোহাম্মদ শওকত আলী, অধ্যাপক ড. এস এম আব্দুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মাসুদুর রহমান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ শামছুদ্দিন, ড. শাহ মোঃ মাসুম, অধ্যাপক শেখ আফজাল হোসেন, ড. মুহাম্মদ শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী, ড. গোবিন্দ চক্রবর্তী, ড. মোঃ ফজলুর রহমান, ড. মো: বায়তুল্লাহ কাদেরী, ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ, অধ্যাপক আনন্দ কুমার সাহা, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডা. জামাল উদ্দীন চৌধুরী, মহাসচিব অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান মিলন, বিএসএমএমইউ’র সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া, উপাচার্য অধ্যাপক ডা. শারফুদ্দিন আহমেদ, চিকিৎসক নেতা ডা. এম ইকবাল আর্সলান, ডা. মামুন আল মাহতাব, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শহীদ ইকবাল, ড. হাসিবুল আলম প্রধান, ড. বিশ্বনাথ সিকদার, ড. জান্নাতুল ফেরদৌস, ড. মীর ইবনে ওয়াহেদ, ড. দুলাল চন্দ্র রায়, ড. এম. আরিফুর রহমান, ড. শুভ্রা রানী চন্দ, ড. প্রণব কুমার পাণ্ডে, ড. শাতীল সিরাজ, ড. ফায়েকুজ্জামান, ড. বিপ্লব মল্লিক, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারন সম্পাদক ড. মাহবুবুর রহমান, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি মো. শরীফুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক মো. আসাদুজ্জামান